দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 24 JAN 2013
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২

শিক্ষক-কর্মচারীদের আন্দোলনের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য
-শিক্ষামন্ত্রী

□ স্টাফ রিপোর্টার : চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের আন্দোলনের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। প্রাইমারি আর মাধ্যমিক এক নয়। প্রাথমিক পৃঃ ১৫ ক ঃ ৪

শিক্ষামন্ত্রী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শিক্ষা বাধ্যতামূলক। শিক্ষকদের এই আন্দোলনকে অবাস্তব আখ্যায়িত করে, মন্ত্রী বলেছেন, এর মধ্য দিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। গতকাল (বুধবার) সচিবালয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি শিক্ষক-কর্মচারীদের আন্দোলনের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে। হঠাৎ করে এসে জমায়েত হয়ে এই দাবি করা অবাস্তব। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকারীকে তা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্যই উদ্দেশ্যমূলকভাবে এটা করা হচ্ছে।

শিক্ষকদের উদ্দেশে নাহিদ বলেন, আপনারা বিভ্রান্ত হবেন না। দয়া করে কেউ বিভ্রান্তি ছড়াবেন না। কথা বললে আলোচনা করুন। প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের ঘোষণা দেয়ায় এমপিওভুক্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরাও তাদের চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে আন্দোলন করছেন উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, প্রাইমারি আর মাধ্যমিক এক নয়। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক। টানা ১৩ দিন ধর্মঘট পালনের পর গতকাল সকাল থেকে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের ব্যানারে চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সহস্রাধিক শিক্ষক-কর্মচারী মহাঅবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। এর আগে একই দাবিতে গত ১০ থেকে ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত দেশের প্রায় ২৭ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এসব শিক্ষক-কর্মচারীরা লাগাতার ধর্মঘট পালন করেন। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের এই মহাঅবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন আন্দোলনরত শিক্ষকদের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া। বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়িভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা বাড়ানোর যে ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রী দিয়েছেন তা প্রত্যাখ্যান করেছে আন্দোলনরত শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট। এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, কমিটির, শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করেই এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। উড়াল দিয়ে এসে এখানে বসিনি। ৫৩ বছর ধরে এসব বিষয়ের সঙ্গে জড়িত আছি। বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্যই এসব করা হচ্ছে দাবি করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ভাতা বাড়ানোর এই ঘোষণায় শিক্ষক-কর্মচারীরা খুশি হয়েছেন। তারা আমাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

এছাড়া নতুন পাঠ্যপুস্তকে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সম্পর্কে তিনি বলেন, পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত নতুন পাঠ্যপুস্তকের উল্লেখ করে কতিপয় পত্রপত্রিকায় মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সম্পর্কে যেসব সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে তা যথার্থ নয়, বরং বিভ্রান্তিকর। প্রকৃত তথ্য হলো, বর্তমান শিক্ষাক্রমের একাধিক পাঠ্যপুস্তকে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর একাধিক ছবিসহ তাৎপর্যপূর্ণ অবদান অধিকতর গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। ৭ম শ্রেণীর বাধ্যতামূলক বিষয় 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বইয়ের ১০ নং পৃষ্ঠায় পাঠ ৩-এ 'যুক্তফ্রন্ট' শিরোনামে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ছবিসহ তাঁর অবদান তুলে ধরা হয়েছে। আবার ৯ম-১০ম শ্রেণীর 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' পাঠ্যপুস্তকের ৫ নং পৃষ্ঠায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে রাজনৈতিক আন্দোলনের ভূমিকা অধ্যায়ে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর অবদান তুলে ধরা হয়েছে। 'পৌরনীতি ও নাগরিকতা' পাঠ্যপুস্তকের ১১৫ নং পৃষ্ঠায় ১৯৫৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় বঙ্গবন্ধু ও মওলানা ভাসানীর প্রভাত ফেরির ছবিসহ উপস্থাপন করা হয়েছে। একই শ্রেণীর 'বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা' পাঠ্যপুস্তকের ১৩৯ নং ও ১৫৩ নং পৃষ্ঠায় যুক্তফ্রন্টের পটভূমি ও ২১ দফা কর্মসূচি অধ্যায়ে তাঁর বিশেষ অবদান তুলে ধরা হয়েছে। একই বইয়ের ১৭১ নং পৃষ্ঠায় মহান মুক্তিযুদ্ধে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর অবদান ছবিসহ প্রকাশ করা হয়েছে।